

রোগশয্যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Published by

porua.org

ভূমিকা

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য গুপ্তমা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিঁনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন- প্রাতে, ১ ডিসেম্বর, ১৯৪০

সুরলোকে নৃত্যের উৎসবে

যদি ক্ষণকালতরে

ক্লান্ত উবশীর

তালভঙ্গ হয়

দেবরাজ করে না মার্জনা।

পূর্বার্জিত কীর্তি তার

অভিসম্পাতের তলে হয় নির্বাসিত।

আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভু করে না স্বীকার।

মানবের সভাঙ্গনে

সেখানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার।

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত

তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে;

কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে।

খ্যাতিমুক্ত বাণী মোর

মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ

যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে

বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;

নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্যুবৃত্তি করে

কীর্তির সঞ্চয়ে—

আজি তার হয় হোক প্রথম সূচনা।

উদয়ন, ২৭ নভেম্বর-প্রাতে, ১৯৪০

অনিঃশেষ প্রাণ

অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,

পদে পদে সংকটে সংকটে

নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশ্যবিহীন কোন্ তটে

পৌঁছিবাবে অবিপ্রাণ বাহিতেছে খেয়া,

কোন্ সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া

মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,

নাহি তার শেষ।

চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণী,

এই শুধু জানি।

চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে,

পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে।

মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি—

তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি;

পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া

পদে পদে তবু রহে জিয়া।

অস্তিত্বের মইশ্বর্য শতছিদ্র ঘটলে ভরা—

অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা;

অবিপ্রাণ অপচয়ে সঞ্চয়ের আলস্য ঘুচায়,

শক্তি তাহে পায়।

চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই

মহাষ্কণে আছে তবু স্ফণে স্ফণে নেই।

স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই থাকা,

খোলা আর ঢাকা,

কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্বপ্রবাহে—

মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

পূর্বপাঠ: কালিম্পঙ, ২৪ । ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

৩

একা বসে আছি হেথায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান-বেলায় গানের খেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে,
সাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে;
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বসে বসে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

জোড়াসাঁকো, ৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

8

অজস্র দিনের আলো,
জানি, একদিন
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিশ্বতল
আমি সেথা অতিথি কেবল।
হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে
কোনো ক্ষুদ্র ফাঁকে
নাই হল পুরা
সেটুকু টুকুরা—
রেখে যেয়ো ফেলে
অবহেলে,
যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধুলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ।

অল্প কিছু আলো থাক্,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু—
কণামাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।

জোড়াসাঁকো, ৩ নভেম্বর, ১৯৪০

৫

এই মহাবিশ্বতলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণঘন্ব চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিব্ বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের বেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে।
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে
কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত,
কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।
মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয়-সভাতলে—
তার বহিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে,
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা— কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপেরে অশ্রুশ্রোতে করে বিপ্লাবিত।